

শ্রীবানরগীতা শ্রীপরাশরসংহিতায়াম্

শ্রীপরাশর উবাচ ।

শৃণু মৈত্রেয় বিপ্রর্ষে স্তোত্রং শ্রীহনুমৎপরম্ ।
কৃতং সর্ববানরৈশ্চ শ্রীবানরগীতাভিদম্ ॥

স্তোত্রং সর্বোত্তমং চৈব হনুমত্ত্বদর্শনম্ ।
সর্বমায়হরং চৈব আধিব্যাধিবিনাশনম্ ॥

অগস্ত্যেন পুরা প্রোক্তং সর্বেষাং মুনিসন্নিধৌ ।
ইন্দ্রেন যাচিতং চৈতৎ লোকোপকরণেচ্ছয়া ॥

ইন্দ্রোহথ পরিপপ্রচ্ছ সংকৃতং মুনিপুঙ্গবম্ ।
অগস্ত্যং চ মহাত্মানং আসীনং চ সুখাসনে ॥

দেবদেব ভবাঙ্কোদধেঃ দুস্তরাংকলুষেন্দ্రిয়াঃ ।
জনাঃ কথং তরন্তীহ তন্মে বদ কৃপানিধে ॥

শ্রী অগস্ত্য উবাচ ।

হনুমন্তং কৃতস্তোত্রং বানরৈর্বিমলাত্মভিঃ ।
পঠন্তি যে সদা মর্ত্যাঃ তস্মিন্তুবিমলাত্মকাঃ ॥

তরন্তি ভবপাদোধিঃ প্রাপ্নুবন্তি হরেঃ পদম্ ।
আয়ুঃ কীর্তির্যশশ্চৈব লভন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥

ওঁ অস্য শ্রীবানরগীতাস্তোত্রমন্ত্রস্য - অগস্ত্য ঋষিঃ
জগতী ছন্দঃ - শ্রীহনুমান্ দেবতা - মারুতাত্মজ ইতি বীজং -
অঞ্জনাসুনুরিতি শক্তিঃ - বায়ুপুত্র ইতি কীলকং -
শ্রীহনুমৎপ্রসাদসিধ্যার্থে বিনিয়োগঃ ॥

ধ্যানম্ ।

বামে জানুনি বামজানুমপরং জ্ঞানাত্মমুদ্রাঙ্কিতং
হৃদে কলয়ন্তুতো মুনিগণৈরধ্যাত্মদক্ষেপণঃ ।
আসীনঃ কদলীবনে মণিময়ে বালার্ককোটীপ্রভঃ
ধ্যায়ন্ ব্রহ্ম পরং করোতু মনসা শুদ্ধিং হনুমান্ মম ॥

সঞ্জীব পর্বতোদ্ধার মনোদুঃখং নিবারয় ।
প্রসীদ সুমহাবাহো ত্রায়স্ব হরিসত্তম ॥

শ্রীসুগ্ৰীব উবাচ ।

সুবর্ণশৈলস্য গবাং চ কোটিশতস্য কোটেশ্চ শতস্য যৎফলম্ ।
দানস্য নৈবাস্তি সমং ফলং চ ধ্রুবং চ তন্মারুতিদর্শনেন ॥ ১ ॥

শ্রীগন্ধমাদনঃ উবাচ ।

হনুমল্লিতি মে স্নানং হনুমল্লিতি মে জপঃ ।
হনুমল্লিতি মে ধ্যানং হনুমৎকীর্তনং সদা ॥ ২ ॥

শ্রীসুষেণ উবাচ ।
রামভক্তচরিতকথামৃতং বায়ুতনয়গুণানুকীর্তনম্ ।
রামদাস তব পাদসেবনং সম্ভবন্তু মম জন্মজন্মানি ॥ ৩ ॥

শ্রী অঙ্গদ উবাচ ।
মাতা সুবর্চলাদেবী পিতা মে বায়ুনন্দনঃ ।
বান্ধবা হনুমদ্বক্তাঃ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীনীল উবাচ ।
ভক্তকল্পতরুং সৌম্যং লোকোত্তরগুণাকরম্ ।
সুবর্চলাপতিং বন্দে মারুতিং বরদং সদা ॥ ৫ ॥

শ্রীগবাক্ষ উবাচ ।
বায়ুপুত্রং মহতা যদ্যদুক্তং করোমি তৎ ।
ন জানামি ততো ধর্মং মদ্বর্মং রক্ষ মাং সদা ॥ ৬ ॥

শ্রীমৈন্দ উবাচ ।
সমীরসূতে সততং হৃদাঞ্জয়া হৃদং শকঃ প্রেরিতমানসেন্দ্রিয়ঃ ।
করোম্যহং যচ্চ শুভাশুভং প্রভো স্বপ্ৰীত্যে মৎকৃতমন্তু তৎসদা ॥ ৭ ॥

শ্রীদ্বিবিদ উবাচ ।
রামাদীনাং রণে খ্যাতিং দাতুং যো রাবণাদিকান্ ।
নাবধীৎস্বয়মেবৈকমন্তু বন্দে হনুমৎপ্রভুম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীশরভ উবাচ ।
ভোমস্য বাসরে পূজা কর্তব্য হনুমৎপ্রভোঃ ।
ভবেৎসঃ শুচিরায়ুঃ শ্রীঃ পুত্রমিত্রকলত্রবান্ ॥ ৯ ॥

শ্রীগবয়ঃ
আমিষীকৃতমার্তাণ্ডং গোষ্পদীকৃতমাগরম্ ।
ত্বীকৃতদশগ্রীবং আজ্ঞেয়ং নমাম্যহম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীপ্রহস্তুঃ
উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধোঃ সলিলং সলীলং যশ্শাকবহ্নিং জনকান্নজায়াঃ ।
আদায় তেনৈব দদাহ লঙ্কাং নমামি তং প্রাজলিরাঞ্জনয়ম্ ॥ ১১ ॥

শ্রীনল উবাচ ।
নমাম্যহং বায়ুজপাদপঙ্কজং করোমি তদ্বায়ুজপূজনং সদা ।
বদামি বাতান্নজনাং মঙ্গলং স্মরামি বায়ুদ্রবকীর্তনং শুভম্ ॥ ১২ ॥

শ্রীধর্মক উবাচ ।
সপ্তষষ্টির্হিতান্ কোটিবানরাণাং তরস্বিনাম্ ।
যঃ সঞ্জীবনয়ামাস তং বন্দে মারুতান্নজম্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীগজ উবাচ ।

তনৌ বালপাশঃ পিতা পার্বতীশঃ
স্কুরদ্বাহদণ্ডে মুখে বজ্রদংষ্ট্রঃ ।
সতী চাঞ্চনা यस্য মাতা ততোহন্যঃ
ন জানে ন জানে ন জানে ন জানে ॥ ১৪ ॥

শ্রীশঙ্করাজ উবাচ ।
বুদ্ধিবলং যশো ধৈর্যং নির্ভয়স্বমরোগতা ।
অজাভ্যং বাক্পটুস্বং চ হনুমৎস্মরণাদ্ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

শ্রীসম্পাতিরুবাচ ।
নাশকং সীতামোকস্য শ্রীরামানন্দদায়িনম্ ।
সুখপ্রদং সাধকানাং বায়ুপুত্রং নমাম্যহম্ ॥ ১৬ ॥

শ্রীবেগবানুবাচ ।
অঞ্জনাবরপুত্রায় রামেষ্টায় হনুমতে ।
সর্বলোকৈকবীরায় ব্রহ্মরূপায় তে নমঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীরুদ্রগ্রীব উবাচ ।
হনুমৎসদৃশং দৈবং নাস্তি নাস্তীতি ভূতলে ।
তং পূজয়ন্তি সততং ব্রহ্মা-গৌরী-মহেশ্বরঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীদধিমুখঃ
আলোভ্য বেদশাস্ত্রাণি সর্বাণ্যপি মহর্ষিভিঃ ।
ইদমেকং সুনির্নীতং ন দৈবং হনুমৎপরম্ ॥ ১৯ ॥

শ্রীসুদংষ্ট্র উবাচ ।
মঙ্গলং হনুমন্তিত্যং মঙ্গলং কপিপুঙ্গব ।
মঙ্গলং চাঞ্জনাসুনো মঙ্গলং রাঘবপ্রিয় ॥ ২০ ॥

শ্রীশশভ উবাচ ।
করুণারসপূর্ণায় জগদানন্দহেতবে ।
কুক্ষিস্থাখিললোকায হনুমদ্রক্ষণে নমঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীপুথুরুবাচ ।
দাতা দাপয়িতা চৈব সংহর্তা রক্ষকস্তথা ।
প্রেরকশ্চানুমোদকশ্চ কর্তা ভোক্তা কপীশ্বরঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীজাম্ববান্ উবাচ ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নাম বিহায় হনুমন্ তব ।
সংসরন্তি জনা মূঢ়াঃ কিং বিচিত্রমতঃপরম্ ॥ ২৩ ॥

শ্রীজ্যোতির্মুখ উবাচ ।
মংপ্রার্থনাফলমিদং মম জন্মানশ্চ
নেচ্ছামি কিঞ্চিদপরং হনুমন্ মহাত্মন ।
স্বদাসদাসজনপাদরজোনিকেত-
মস্মদ্বিতো ভবতু সেবকপারিজাত ॥ ২৪ ॥

শ্রীসুমুখ উবাচ ।

রসনে রসসারপ্তে মধুরাস্বাদকাজ্জিগি ।
হনুমন্নাশীযুঃ সর্বদা রসনে পিব ॥ ২৫ ॥

শ্রীগোলাঙ্গুল উবাচ ।
কুতো দুর্দিনং বা কুতো ভৌমবারঃ
কুতো বৈধৃতিস্তস্য ভদ্রা কথং বা ।
কুতো বা ব্যতীপাতদোষক্ষুভং বা
হনুমৎ পদধ্যানবীতশুভস্য ॥ ২৬ ॥

শ্রীকুমুদ উবাচ ।
ত্রাতারো ভুবি পাদাশ্চ মার্গাশ্চ রসনে তব ।
হনুমন্নির্মিতাস্তিস্তি জনানাং হীনতা কুতঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীশতবলিরুবাচ ।
ধনোন্মায়ানুগ্ৰহীতোহস্মি পুণ্যোহস্মি মহিতোহস্ম্যহম্ ।
হনুমন্ স্বং পদাঙ্কোজসেবাবিভবযোগতঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীকেশরিরুবাচ ।
স্বতোহন্যঃ শরণং নাস্তি স্বমেব মম রক্ষকঃ ।
অতো ময়ি কৃপাদৃষ্ট্যা হনুমন্ রক্ষ মাং সদা ॥ ২৯ ॥

শ্রীমারীচ উবাচ ।
সদা পাপৌঘনিষ্ঠুতং পাপেশু হৃষ্টমানসম্ ।
পাপাত্মানং মহাপাপং রক্ষ মাং হনুমৎপ্রভো ॥ ৩০ ॥

শ্রীতরুণ উবাচ ।
হনুমদাঙ্কুরা যচ্চ ভাবি তদ্ব্যবতি ধ্রুবম্ ।
যদভাবি ন তদ্যাবি বৃথা দেহপরিশ্রমঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীগোমুখ উবাচ ।
অপরাধশতং নিত্যং কুর্বাণং মাং নৃশংসকম্ ।
ক্ষমস্ব দাসবুধ্যা স্বং হনুমন্ করুণানিধে ॥ ৩২ ॥

শ্রীপনস উবাচ ।
হনুমতো ন পরং পরমার্থতো হনুমতো ন পরং পরমার্থতঃ ।
ইতি বদামি জনান্ পরমার্থতো ন হি পরং ভবতোহত্র বিচক্ষণঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীসুষেণ উবাচ ।
মাতা হনুমাংশ্চ পিতা হনুমান্ ভ্রাতা হনুমান্ ভগিনী হনুমান্ ।
বিদ্যা হনুমান্ দ্রবিলং হনুমান্ স্বামী হনুমান্ সকলং হনুমান্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীহরিলোম উবাচ ।
ইতো হনুমান্ পরতো হনুমান্ যতো যতো যামি ততো হনুমান্ ।
হনুমতোহন্যং ননু নাস্তি কিঞ্চিৎ ততো হনুমান্ তমহং প্রপদ্যে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীরঙ্গ উবাচ ।
যদ্বর্ণপদমাত্রাভিঃ সহসোচ্চারণো ভবেৎ ।
ক্ষমস্ব তৎ কৃপাদৃষ্ট্যা হনুমন্ প্রণতোহস্ম্যহম্ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবিধুষ্ট উবাচ ॥

হনুমান রক্ষতু জলে স্থলে রক্ষতু বায়ুজঃ ।
অটব্যং বায়ুপুত্রস্ত সর্বতঃ পাতু মারুতিঃ ॥ ৩৭ ॥

ফলশ্রুতিঃ ।
ইতীদং বানরপ্রোক্তং সর্বপাপহরং বরম্ ।
সর্বজ্ঞানপ্রদং চৈব সর্বসৌভাগ্যবর্ধনম্ ॥

ইমাং বানরগীতাং যে পঠন্তি শ্রদ্ধয়াষ্বিতাঃ ।
পুত্রান্ পৌত্রাংশ্চ ভোগাংশ্চ লভন্তে ক্ষণমাত্রতঃ ॥

ঐশ্বর্যং শাস্বতং চৈব সুস্থিরাঃ সম্পদস্তথা ।
আয়ুর্দীর্ঘং চ কীর্তিঃ চ প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥

ইহ ভুক্তাখিলান্ কামান্ আঞ্জনৈঃ প্রসাদতঃ ।
গচ্ছন্ত্যন্তে পদং নিত্যং পুনরাবৃত্তিবর্তিতম্ ॥

ইতি শ্রীপরাশরসংহিতায়াং পরাশরমৈত্রেয়সংবাদে
শ্রীবানরগীতা নাম ষটসপ্ততিতমঃ পটলঃ ॥

শ্রীপরাশর সংহিতার 'শ্রীবানরগীতা' স্তোত্রের সম্পূর্ণ বাংলা অর্থ নিচে দেওয়া হলো:

ভূমিকা (শ্রীপরাশর উবাচ)

শ্রীপরাশর বললেন: হে মৈত্রেয় বিপ্রর্ষি, হনুমানের উদ্দেশ্যে রচিত, সমস্ত বানর কর্তৃক গীত 'শ্রীবানরগীতা' নামক স্তোত্রটি শ্রবণ করুন।

এই স্তোত্রটি হলো সর্বোত্তম, হনুমত্ত্বের দর্শনকারী, সমস্ত মায়া হরণকারী এবং আধি-ব্যাদি বিনাশকারী।

পূর্বে মুনিদের সান্নিধ্যে অগস্ত্য মুনি এই স্তোত্র বলেছিলেন। লোকহিতের ইচ্ছায় ইন্দ্রদেবও এটি প্রার্থনা করেছিলেন।

ইন্দ্রদেব তখন সুখাসনে আসীন মহাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন:

হে দেবদেব! এই দুর্গম ভবসমুদ্র থেকে কলুষিত ইন্দ্রিয়যুক্ত মানুষ কিভাবে পার হতে পারে, হে কৃপানিধি, তা আমাকে বলুন।

ফলশ্রুতি (শ্রী অগস্ত্য উবাচ)

শ্রী অগস্ত্য বললেন: নির্মল চিত্ত বানরদের দ্বারা কৃত হনুমানের এই স্তোত্র যারা সর্বদা পাঠ করেন, সেই নির্মলচিত্ত মানুষরা—

ভবসমুদ্র পার হন এবং শ্রীহরির পরম পদ লাভ করেন। তাঁদের আয়ু, কীর্তি ও যশ লাভ হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সংকল্প ও ধ্যান

ওঁ এই শ্রীবানরগীতা স্তোত্রমন্ত্রের — অগস্ত্য ঋষি; জগতী ছন্দ; শ্রীহনুমান দেবতা; মারুতাস্বজ (পবনের পুত্র) বীজ; অঞ্জনাসুনু (অঞ্জনার পুত্র) শক্তি; বায়ুপুত্র (বায়ুর পুত্র) কীলক; শ্রীহনুমানের প্রসাদ সিদ্ধির জন্য বিনিয়োগ করা হচ্ছে।

ধ্যান

যিনি বাম জানুর উপর বাম জানু রেখে স্তানমুদ্রা সহকারে হৃদয়ে ধারণ করছেন, মুনিগণ যাঁকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখেন, যিনি মণিময় কদলী-বনে উপবিষ্ট, কোটি বালসূর্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, সেই হনুমান্ পরব্রহ্মকে ধ্যান করে আমার মনকে শুদ্ধ করেন।

সঙ্গীবনী পর্বত উত্তোলনকারী, মনের দুঃখ নিবারণকারী, হে মহাবাহু! প্রসন্ন হোন, হে হরিসত্তম (বানরশ্রেষ্ঠ)! আমাকে রক্ষা করুন।

বানরদের উক্তি

১. শ্রীসুগ্রীব উবাচ

সুগ্রীব বললেন: সুবর্ণশৈল (সুবর্ণ পর্বত) দান করার এবং শত কোটি গাভী ও শত কোটি অর্থের দান করার যে ফল, সেই ফলও মারুতির দর্শন লাভের সমান নয়—এটি ক্ষুব্ধ সত্য।

২. শ্রীগন্ধমাদনঃ উবাচ

গন্ধমাদন বললেন: ‘হনুমান্’—এই আমার স্নান, ‘হনুমান্’—এই আমার জপ, ‘হনুমান্’—এই আমার ধ্যান এবং সর্বদা ‘হনুমান্’-এর কীর্তন।

৩. শ্রীসুশেণ উবাচ

সুশেণ বললেন: হে রামদাস! রামভক্তের চরিতকথার অমৃত এবং বায়ুপুত্রের গুণকীর্তন, আর আপনার পাদসেবা যেন আমার জন্মে জন্মে হয়।

৪. শ্রী অঙ্গদ উবাচ

অঙ্গদ বললেন: আমার মাতা সুবর্চলা দেবী, পিতা বায়ুনন্দন (হনুমান), আমার বাস্কব হলেন হনুমানের ভক্তেরা, আর আমার স্বদেশ হলো ত্রিভুবন।

৫. শ্রীনীল উবাচ

নীল বললেন: ভক্তদের কাছে কল্পতরু স্বরূপ, শান্ত, লোকোত্তর গুণের আকর, সুবর্চলার পতি, সর্বদা বরদানকারী মারুতিকে (হনুমানকে) আমি বন্দনা করি।

৬. শ্রীগবাক্ষ উবাচ

গবাক্ষ বললেন: মহাবল বায়ুপুত্র (হনুমান) যা যা আদেশ করেন, আমি তাই করি। আমি এছাড়া অন্য কোনো ধর্ম জানি না। হে প্রভু, আমার ধর্ম রক্ষা করে আমাকে সর্বদা রক্ষা করুন।

৭. শ্রীমৈন্দ উবাচ

মৈন্দ বললেন: হে সমীরপুত্র (বায়ুর পুত্র)! আপনার অংশভূত আমি সর্বদা আপনার আশ্রয়ে প্রেরিত মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা যা কিছু শুভ বা অশুভ কাজ করি, হে প্রভু! তা যেন সর্বদা আপনার প্রীতির জন্যই হয়।

৮. শ্রীদ্বিবিদ উবাচ

দ্বিবিদ বললেন: যিনি রামাদির যুদ্ধে খ্যাতি দান করার জন্য একাই রাবণাদিকে বধ করলেন না, সেই প্রভু হনুমানকে আমি বন্দনা করি।

৯. শ্রীশরভ উবাচ

শরভ বললেন: মঙ্গলবার (ভৌমস্য বাসরে) হনুমান প্রভুর পূজা করা উচিত। তাতে সেই ব্যক্তি পবিত্র, দীর্ঘায়ু, ধন-সম্পদ ও পুত্র-মিত্র-কলত্রবান হন।

১০. শ্রীগবয়ঃ

গবয় বললেন: যিনি সূর্যকে (মার্তণ্ড) মাংসপিণ্ড বলে মনে করে খেতে গিয়েছিলেন, যিনি সাগরকে গরুর পায়ের চিহ্নের গর্তের জলের (গোম্পদ) মতো করে পার হয়েছিলেন, যিনি দশগ্রীব রাবণকে তুণের মতো তুচ্ছ করেছিলেন, সেই অঙ্গনার পুত্রকে আমি নমস্কার করি।

১১. শ্রীপ্রহস্তুঃ

প্রহস্তু বললেন: যিনি ক্রীড়াবশতঃ সমুদ্রের জল উল্লঙ্ঘন করেছিলেন, যিনি জনকাক্সজা সীতার শোক-বহি গ্রহণ করে সেই অগ্নি দ্বারাই লক্ষ্য দক্ষ করেছিলেন, সেই অঞ্জনার পুত্রকে আমি হাত জোড় করে নমস্কার করি।

১২. শ্রীনল উবাচ

নল বললেন: আমি বায়ু-জাতের পাদপদ্মে নমস্কার করি, আমি সর্বদা সেই বায়ু-জাতের পূজা করি। আমি বায়ুপুত্রের মঙ্গল নাম উচ্চারণ করি এবং বায়ু থেকে উৎপন্ন হনুমানের শুভ কীর্তন স্মরণ করি।

১৩. শ্রীধর্মক উবাচ

ধর্মক বললেন: যিনি যুদ্ধে নিহত সাতষড়ি কোটি পরাক্রমশালী বানরদের সঞ্জীবনী দ্বারা জীবন দান করেছিলেন, সেই বায়ুপুত্রকে আমি বন্দনা করি।

১৪. শ্রীগজ উবাচ

গজ বললেন: যাঁর শরীরে বজ্র-পাশ (শক্তিশালী বন্ধন), পিতা পার্বতীপতি শিব, যাঁর বাহুদণ্ড স্ফূর্তিযুক্ত, মুখে বজ্রদাঁত এবং মাতা সতী অঞ্জনা, তাঁকে ছাড়া আমি আর কাউকে জানি না, জানি না, জানি না, জানি না।

১৫. শ্রীঋক্ষরাজ উবাচ

ঋক্ষরাজ বললেন: বুদ্ধি, বল, যশ, ধৈর্য, নির্ভয়তা, নীরোগতা, জড়তাহীনতা এবং বাকপটুত্ব—এসবই হনুমানকে স্মরণ করলে লাভ হয়।

১৬. শ্রীসম্পাতিরূবাচ

সম্পাতি বললেন: যিনি সীতার শোকের নাশক, শ্রীরামের আনন্দদাতা, এবং সাধকদের সুখপ্রদ, সেই বায়ুপুত্রকে আমি নমস্কার করি।

১৭. শ্রীবেগবানুবাচ

বেগবান বললেন: অঞ্জনার শ্রেষ্ঠ পুত্র, রামের ইষ্ট (প্রিয়), হনুমান, সর্বলোকের একমাত্র বীর এবং ব্রহ্মস্বরূপ—আপনাকে নমস্কার।

১৮. শ্রীরুদ্রগ্রীব উবাচ

রুদ্রগ্রীব বললেন: হনুমানের মতো দেবতা পৃথিবীতে নেই, নেই। ব্রহ্মা, গৌরী এবং মহেশ্বরও সর্বদা তাঁর পূজা করেন।

১৯. শ্রীদধিমুখঃ

দধিমুখ বললেন: মহর্ষিরা সমস্ত বেদশাস্ত্র আলোড়ন করে এই একটাই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত করেছেন যে, হনুমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দেবতা আর নেই।

২০. শ্রীসুদংষ্ট্র উবাচ

সুদংষ্ট্র বললেন: হে হনুমান! আপনি নিত্য মঙ্গলস্বরূপ। হে বানরশ্রেষ্ঠ! আপনি মঙ্গলস্বরূপ। হে অঞ্জনার পুত্র! আপনি মঙ্গলস্বরূপ। হে রাঘবপ্রিয়! আপনি মঙ্গলস্বরূপ।

২১. শ্রীঋষভ উবাচ

ঋষভ বললেন: করুণারসে পূর্ণ, জগৎকে আনন্দদানের হেতু, এবং যার কুক্ষি (পেটের) মধ্যে সমস্ত লোক রয়েছে, সেই ব্রহ্মস্বরূপ হনুমানকে নমস্কার।

২২. শ্রীপৃথুরূবাচ

পৃথু বললেন: বানরদের অধীশ্বর (কপীশ্বর) হনুমানই দাতা, দাপয়িতা, সংহার কর্তা, রক্ষক, প্রেরক, অনুমোদক, কর্তা এবং ভোক্তা।

২৩. শ্রীজাম্ববান্ উবাচ

জাম্ববান্ বললেন: হে হনুমান! আপনার মুক্তি ও ভোগ প্রদানকারী নাম ত্যাগ করে মূঢ় লোকেরা সংসারে ঘোরাফেরা করে! এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী হতে পারে?

২৪. শ্রীজ্যোতির্মুখ উবাচ

জ্যোতির্মুখ বললেন: হে মহাত্মা হনুমান! আমার প্রার্থনার ফল এবং আমার জন্মের সার্থকতা—এই ছাড়া আর কিছু আমি চাই না। আপনার দাসের দাসদের পাদরজোনিকেত (চরণধূলির আলয়) সেবক-পারিজাত (সেবকদের কাছে কল্পতরু) আমার জন্য কল্যাণকর হোন।

২৫. শ্রীসুমুখ উবাচ

সুমুখ বললেন: হে রসনারস-সারঙ্গ (মিষ্টি স্বাদের সার জানেন যিনি), হে মধুর আশ্বাদনাকাঙ্ক্ষী (মিষ্টি আশ্বাদন করতে চান যিনি)! তুমি সর্বদা হনুমানের নামরূপ অমৃত পান করো।

২৬. শ্রীগোলাঙ্গুল উবাচ

গোলাঙ্গুল বললেন: হনুমানের পাদপদ্ম ধ্যান করে যিনি সমস্ত অশুভত্ব থেকে মুক্ত হন, তাঁর কাছে খারাপ দিন (দুর্দিন) কোথায়? মঙ্গলবারের দোষ কোথায়? বৈধৃতি যোগ বা ব্যতীপাত দোষজনিত অশুভ কোথায়? তাঁর সবটাই ভালো (ভদ্রা)।

২৭. শ্রীকুমুদ উবাচ

কুমুদ বললেন: পৃথিবীতে হনুমানের দ্বারা নির্মিত ত্রাতা স্বরূপ পদচিহ্ন (পাদ) এবং পথ (মার্গ) রয়েছে, তবে মানুষের দীনতা কেন?

২৮. শ্রীশতবলিরূবাচ

শতবলি বললেন: হনুমান, আপনার পাদপদ্মের সেবা লাভের সৌভাগ্য হওয়ার কারণে আমি ধন্য, অনুগ্রহীত, পূণ্যবান এবং পূজিত হয়েছি।

২৯. শ্রীকেশরিরূবাচ

কেশরি বললেন: আপনি ছাড়া আমার আর কোনো আশ্রয় নেই, আপনিই আমার রক্ষক। অতএব, হে হনুমান! কৃপাদৃষ্টি দ্বারা সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন।

৩০. শ্রীমারীচ উবাচ

মারীচ বললেন: সর্বদা পাপের সমষ্টিতে স্থিত, পাপে হুস্তমন (খুশি), পাপাত্মা এবং মহাপাপী—আমাকে হে হনুমান প্রভু! রক্ষা করুন।

৩১. শ্রীতরুণ উবাচ

তরুণ বললেন: হনুমানের আশ্রয়ে যা ভবিতব্য (যা হবে) তা নিশ্চিতভাবেই হবে। যা ভবিতব্য নয় তা হবে না, তাই বৃথা দেহের পরিশ্রম করা উচিত নয়।

৩২. শ্রীগোমুখ উবাচ

গোমুখ বললেন: হে করুণানিধি হনুমান! আমি নির্দয় হলেও প্রতিদিন শত শত অপরাধ করি। আপনি দাস মনে করে আমাকে ক্ষমা করুন।

৩৩. শ্রীপনস উবাচ

পনস বললেন: পরমার্থত হনুমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই, পরমার্থত হনুমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। বিচক্ষণদের মধ্যে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এখানে আর কেউ নেই, এই কথা আমি জনগণকে পরমার্থত বলছি।

৩৪. শ্রীসুশেণ উবাচ

সুশেণ বললেন: আমার মাতা হনুমান, পিতা হনুমান, ভ্রাতা হনুমান, ভগিনী হনুমান। আমার বিদ্যা হনুমান, ধন হনুমান, স্বামী হনুমান, আমার সবকিছুই হনুমান।

৩৫. শ্রীহরিলোম উবাচ

হরিলোম বললেন: এদিকটায় হনুমান, ওদিকটায় হনুমান, আমি যেখানে যেখানে যাই, সেখানেই হনুমান। হনুমান ছাড়া সত্যিই আর কিছুই নেই, তাই আমি সেই হনুমানের শরণাগত হই।

৩৬. শ্রীরঙ্গ উবাচ

রঙ্গ বললেন: হে হনুমান! দ্রুত উচ্চারণ করার সময় বর্ণ, পদ অথবা মাত্রার যে ত্রুটি ঘটে, কৃপাদৃষ্টি দ্বারা তা ক্ষমা করুন। আমি আপনাকে প্রণাম করি।

৩৭. শ্রীবিধুষ্ট উবাচ

বিধুষ্ট বললেন: হনুমান জলে রক্ষা করুন, স্থলে রক্ষা করুন, বায়ুপুত্র অরণ্যে (অটব্যং) রক্ষা করুন এবং মারুতি সর্বত্র আমাকে রক্ষা করুন।

ফলশ্রুতি (পুনরায়)

সমস্ত বানর কর্তৃক উক্ত এই শ্রেষ্ঠ স্তোত্র সমস্ত পাপ হরণকারী, সমস্ত গুণ প্রদানকারী এবং সমস্ত সৌভাগ্য বর্ধনকারী।

যারা শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে এই বানরগীতা পাঠ করেন, তারা মুহূর্তের মধ্যে পুত্র, পৌত্র ও ভোগ লাভ করেন।

তারা চিরস্থায়ী ঐশ্বর্য, সুস্থির সম্পদ, দীর্ঘ আয়ু এবং কীর্তি লাভ করেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

অঙ্গনার পুত্রের কৃপায় ইহলোকে সমস্ত কামনা ভোগ করার পর, তারা অন্তে পুনরাবৃতি-বর্জিত (মোক্ষ) নিত্য পদ লাভ করেন।

ইতি শ্রীপরাশরসংহিতায়াং পরাশরমৈত্রেয়সংবাদে শ্রীবানরগীতা নাম ষটসপ্ততিতমঃ পটলঃ।

(এই হলো শ্রীপরাশর সংহিতায় পরাশর ও মৈত্রেয়ের সংলাপে শ্রীবানরগীতা নামক ৭৬তম অধ্যায়।)